English → Bengali

অনুসন্ধান করুন

বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষা

odhikar অধিকার

হোম আমাদের সম্পর্কে ক্রিয়াকলাপ সাইট-ম্যাপ খবর প্রতিবেদন প্রকাশনা পরিসংখ্যান

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমাবেশ

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ, অন্যান্য অরাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মতো, ধর্মীয় বিষয়গুলির উদ্বেগ প্রকাশের জন্য একটি জনগণের প্ল্যাটফর্ম বলে দাবি করে। সংগঠনের মতে, এর লক্ষ্য হল ইসলামের মূল্যবোধ এবং অনুশীলনকে প্রভাবিত করে এমন আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলি বিবেচনা করা। অধিকন্তু, মুসলিম জনগণের অধিকার রক্ষা করা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সম্পর্ককে প্রভাবিত করে এমন কুসংস্কার দূর করার জন্য সামাজিক সংলাপ প্রচার করাও তাদের লক্ষ্য।

শাহবাগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু ব্লগার এবং কর্মীদের প্ররোচনায়, সংগঠনটি ২০১৩ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারী থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ব্লগে ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশ্লীল, অবমাননাকর, অপমানজনক এবং উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। কিছু ক্ষেত্রে নবীকে একজন অশ্লীল চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল, যা সমাজের সকল স্তরের মানুষকে ক্ষুব্ধ করেছিল। উচ্চ আদালত থেকে সরকারকে এই ধরনের ব্লগ এবং মানহানিকর মন্তব্য প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যা কেবল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতাকেই উস্কে দেয় না বরং জনশৃঙ্খলাকে বিপন্ন করে। সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের অধীনে এটি সরকারের একটি বাধ্যবাধকতা। দুর্ভাগ্যবশত সরকার এই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং ব্লগারদের প্রতি তাদের নীরব সমর্থনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা একটি বিস্তৃত দাবি নিয়ে আসে এবং ৬ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে তাদের দাবি তুলে ধরার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে একত্রিত হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সশস্ত্র আওয়ামী লীগ কর্মীদের উস্কানি সত্ত্বেও, তারপর থেকে তারা বিভিন্ন জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে এবং কোনও সহিংসতা ছাড়াই একাধিক সভা আয়োজন করেছে। হেফাজত কর্তৃক ধর্মীয়ভাবে 'শানে রিসালাত' নামে অভিহিত এই সমস্ত সভাগুলিতে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সরকারের নিষ্ক্রিয়তা; মানুষের অনুভূতির প্রতি অবনমিত মনোভাব; শাহবাগে জড়ো হওয়া ব্লগারদের একটি অংশের 'মৌলবাদী' আখ্যা এবং হেফাজতকে জামায়াতে ইসলামের আরেকটি ফ্রন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম প্ররোচনা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটিয়েছে। ব্লগারদের দমনের জন্য প্রাথমিক প্রতিবাদ এবং ইসলাম, আল্লাহ এবং তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রকাশনা বন্ধের দাবিতে ধীরে ধীরে একটি বিশাল সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে পরিণত হয় এবং ৫ মে ২০১৩ তারিখে ঢাকা 'অবরোধ' করার শেষ ভয়াবহ কর্মসূচিতে পরিণত হয়। এটি সম্ভবত ধর্মের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্থাপত্যকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও ইসলামপন্থী উভয় পক্ষের সহনশীলতার সীমানা উন্মোচিত করেছে। এটি সরকারের সহিংসতা ছাড়াই শাসন করার ক্ষমতাকেও ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে। তাদের পরিকল্পনা অনুসারে, হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কর্মীরা ৪ মে ২০১৩ তারিখ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢাকায় প্রবেশ শুরু করে এবং ঢাকার ছয়টি প্রবেশপথে জড়ো হয়; ৫ মে ২০১৩ ভোর থেকে অবরোধ তৈরি করে। দুপুরে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) অনুমতি নিয়ে, কর্মীরা ঢাকায় প্রবেশ করে এবং হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত *দো'আ* (নামাজ) অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। তাদের ঢাকার মতিঝিল এলাকার শাপলা চত্বরে বিকাল ৩:০০ টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমাবেশ এবং তাদের কর্মসূচি পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে হেফাজতে ইসলামের কর্মীরা শাপলা চত্বরের দিকে যাওয়ার পথে বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা হেফাজত কর্মীদের উপর আক্রমণ করার জন্য পিস্তল এবং বন্দুকের মতো মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে, যারা শাপলা চত্বরে পৌঁছানোর জন্য আওয়ামী লীগ দলীয় কার্যালয়ের কাছে গুলিস্তান সড়ক ব্যবহার করেছিলেন।

সেই সময় পুলিশ হেফাজত কর্মীদের উপর হামলা চালাতে আওয়ামী লীগ কর্মীদের সহায়তা করেছিল। পুলিশ এবং সরকারি দলের সমর্থক ও কর্মীদের গুলিতে শত শত হেফাজত কর্মী আহত হন এবং তিনজন নিহত হন। এর জবাবে, আত্মরক্ষার জন্য, হেফাজত কর্মীরা তাদের দিকে ইট ছুঁড়ে মারে। তারপর বিকেল ৩:০০ টার দিকে তারা তাদের কর্মসূচি শুরু করে এবং তাদের নেতারা তাদের দাবি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত উদ্বেগের কথা বলেন, যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়া সহ হাজার হাজার মানুষের বিশাল সমাবেশ সম্প্রচার করে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের মহাসচিব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে হেফাজতে ইসলামকে হুমকি দেন এবং তাদের সভা শেষ করে অবিলম্বে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। একই সময়ে, প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এই বিষয়টির উপর জোর দেয় যে হেফাজত সদস্যদের তাদের ১৩ দফা দাবি জানানো একটি গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তাই তাদের সমাবেশ এবং তাদের দাবি তুলে ধরার অধিকারকে নৈতিকভাবে সমর্থন করে। মতিঝিলের দিকে যাওয়ার পথে বিভিন্ন সময়ে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের উপর হামলার কারণে তারা আরও দৃঢ় এবং দৃঢ় হয়ে ওঠে, যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমর্থিত আওয়ামী লীগ কর্মীদের দ্বারা অনেকে আহত হন এবং তিনজন নিহত হন। তবে, হেফাজত কর্মীরা তাদের নেতা আল্লামা আহমদ শফীর শাপলা চত্বরে সমাবেশে যোগদান এবং পরবর্তী নির্দেশ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই থাকার পরিকল্পনা করেন।

হেফাজতে ইসলামের নেতাদের বক্তৃতা সূর্যাস্তের পরেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এশার নামাজের ঠিক আগে রাত ৮:০০ টার দিকে থামে। রাত ৮:৩০ টা থেকে মতিঝিল থানার আশেপাশে হেফাজত কর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ

থিম

- জোরপূর্বক অন্তর্ধান
- বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
- নির্যাতন
- সীমান্ত এলাকায় লঙ্ঘন
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা
- মানবাধিকার রক্ষাকারীরা
- নির্বাচন
- সার্বজনীন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা

সদস্য/অংশীদারগণ

- মৃত্যুদণ্ড বিরোধী এশিয়া নেটওয়ার্ক (ADPAN)
- অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধানের বিরুদ্ধে এশিয়ান ফেডারেশন (AFAD)
- এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ফোরাম-এশিয়া)
- এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (ANFREL)
- সিভিকাস
- তীব্র ঘূর্ণিঝড়
- আন্তর্জাতিক আইনবিদ কমিশন (ICJ)
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফেডারেশন (FIDH)
- নির্যাতন বিরোধী বিশ্ব সংস্থা (OMCT)

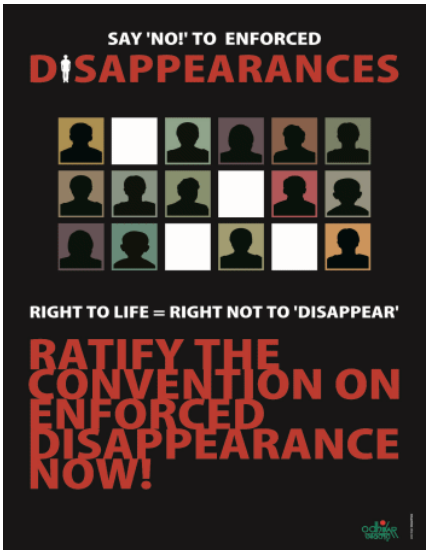

শুরু হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং একজন প্রত্যক্ষদর্শীর (নাম প্রকাশ না করার শর্তে) মতে, সাতজন নিহত হয়। হেফাজতে ইসলামের নেতারা মেগাফোন ব্যবহার করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গুলি না চালানোর জন্য অনুরোধ করেন। তবে রাত ১১:০০ টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কর্মী/সদস্যরা যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে যান এবং রাস্তায় রাত কাটানোর কথা ভাবেন, যেখানে অনেকেই তাদের *পাঞ্জাবি* ব্যাগ বা স্যান্ডেল বালিশ হিসেবে ঢেকে ঘুমানোর জন্য প্রস্তুত হন। অনেকেই 'জিকির' চালিয়ে যান।

পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব); আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবি); এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। সম্মিলিত বাহিনী ৬ মে শাপলা চত্বরের মূল মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করে , তিনটি পথ দিয়ে - দৈনিক বাংলা রুট, ফকিরাপুল রুট এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পার হওয়ার রুট। তবে তারা অভিযান পরিচালনার জন্য রামকৃষ্ণ (আরকে) মিশন পথ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাঁদানে গ্যাস, গুলি এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করার কথা ছিল এবং পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে অক্ষত এবং আহতরা এলাকা ছেড়ে যাওয়ার জন্য আরকে মিশন রাস্তা ব্যবহার করবে এবং অবশেষে ঢাকা ছেড়ে যাবে।

৬ মে ২০১৩ তারিখে রাত ১২:৩০ টার দিকে মতিঝিল এবং এর আশেপাশের এলাকায় ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। মেগাফোন লাইনও কেটে দেওয়া হয়। অভিযোগ করা হয় যে, ৬ মে রাত আনুমানিক ২.১৫ টার দিকে সম্মিলিত বাহিনীর প্রায় ১০ হাজার সদস্য অন্ধকারে ঘুমন্ত নিরস্ত্র হেফাজত কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায়। শাপলা চত্বরে হেফাজত সমর্থক ও কর্মীদের উপর গুলি, কাঁদানে গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড এবং ফুটন্ত পানি ব্যবহার করা হয়। সম্মিলিত বাহিনীর অভিযানের তিনটি নাম ছিল - পুলিশ একে 'অপারেশন শাপলা' নামে অভিহিত করে, র‍্যাব অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' এবং বিজিবি জানায়, এটি ছিল 'অপারেশন ক্যাপচার শাপলা'। ৬ মে ২০১৩ তারিখে , অভিযোগকারী হিসেবে পুলিশ মতিঝিল থানায় ছয়টি, পল্টন থানায় ১২টি এবং রমনায় একটি মামলা দায়ের করে। ৭ মে ২০১৩ তারিখে পল্টন থানায় আরও চারটি মামলা দায়ের করা হয়। এই ঘটনায় ১৮৬২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, এবং প্রায় ১,৩৩,৫০০ জনকে অজ্ঞাত অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই তালিকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছিল, যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।

৬ মে- এর ঘটনা যাতে সম্প্রচারিত না হয় সেজন্য, ইসলামিক টেলিভিশন এবং দিগন্ত টেলিভিশনের সম্প্রচার যথাক্রমে রাত ২:৩০ এবং ৪:২৭ মিনিটে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই দুটি চ্যানেল এখনও সম্প্রচার থেকে নিষিদ্ধ, কারণ তারা বিরোধী দলের মালিকানাধীন বা তাদের সমর্থিত।

সরকার জানত যে হেফাজতে ইসলাম ৫ মে গণসমাবেশের সময় মাদ্রাসা থেকে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে এসেছিল । রাজনৈতিক সমাবেশে শিশুদের উপস্থিতি সরকারি ও বিরোধী দলের কর্মসূচিতেও দেখা যায়। এই তথ্য জানা সত্ত্বেও, হামলার নৃশংসতা শিশুদের রেহাই দেয়নি। ৬ মে ২০১৩ তারিখে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানের পর হেফাজতপন্থী কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের সমাবেশে খুঁজে পাওয়া যায়নি। কয়েকজনের প্রাণহানির অভিযোগ রয়েছে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের অনন্যা সুলতানা অধিকারকে জানান যে তার মামাতো ভাই মো. সাইদুল বারী (১৭) হেফাজতে ইসলাম আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগপন্থী কর্মীদের হাতে নিহত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে ৭ মে ২০১৩ তারিখে বিকাল ৩:০০ টার দিকে মতিঝিলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে সাইদুলের লাশ পাওয়া যায়।

যদিও সরকার প্রথমে দাবি করেছিল যে কেউ নিহত হয়নি, তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড হওয়া ভিডিওগুলি দেখায় যে এটি আসলে নিরস্ত্র হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের একটি ভয়াবহ এবং নির্বিচার আক্রমণ ছিল যার ফলে অনেক মৃত্যু হয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকার উল্লেখ করে যে ৫ মে দুই পথচারী এবং একজন পুলিশ সদস্য সহ মোট ১১ জন নিহত হয়েছেন । হেফাজতে ইসলামের একজন সদস্য (যিনি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলেছেন যে তাকে ২০২ জন নিহত এবং প্রায় ২৫০০ জন নিখোঁজ হওয়ার খবর জানানো হয়েছে। অধিকারের তথ্য অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত ৬১ জন নিহত এবং আরও অনেক আহতের নাম পাওয়া গেছে। তবে বর্তমান দমনমূলক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করা খুব কঠিন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম, আলজাজিরা, ৫০ জন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে। ভিডিওটি দেখতে দয়া করে এখানে ক্লিক করুন:

http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/05/201351414384266699 2.html

অনুগ্রহ করে সোশ্যাল মিডিয়া হেফাজতে ইসলাম থেকে একটি ভিডিও লিঙ্কও খুঁজে বের করুন।

জানা গেছে যে, সম্মিলিত বাহিনীর হামলায় আহত হয়ে ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেক ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরেছেন। গুরুতর আহতদের মধ্যে পাঁচজন স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে মারা গেছেন। হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে অনেক নাবালক যোগ দিয়েছিলেন, যাদের বেশিরভাগই কওমি মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। তারা অ-সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে। এই ধরণের ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এতিম ছিল, যাদের সরকার কোনও ধরণের সাহায্য প্রদান করেনি। ৬ মে ২০১৩ তারিখে সম্মিলিত বাহিনীর হামলায় এই নাবালকরা অরক্ষিত ছিল। তথ্য অনুসন্ধানের সময় জানা গেছে যে এতিমদের খোঁজে খুব একটা কিছু করা হচ্ছে না। নিখোঁজ এতিমদের সংখ্যা এখনও অজানা।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে, ঠিক কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং মৃতদেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা জানা খুবই কঠিন। অধিকার তাদের নিজস্ব তথ্য অনুসন্ধান মিশন পরিচালনা করে প্রাথমিক ভিত্তিতে এই তথ্য অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। এখানে উল্লেখিত মৃত্যুর সংখ্যা কেবল সেই রাতে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত করে এবং তুলে ধরে।

তথ্য অনুসন্ধান_হেফাজতে ইসলাম_ইংরেজি (সম্পূর্ণ লেখা ইংরেজিতে, পিডিএফ)
তথ্য অনুসন্ধান_হেফাজতে ইসলাম_বাংলা (সম্পূর্ণ লেখা বাংলায়, পিডিএফ)

[geo_mashup_map উচ্চতা="200″ প্রস্থ="500″ জুম="10″ add_overview_control="false" add_map_type_control="false"]

সাবস্ক্রাইব

আপডেট পেতে আমাদের ই-মেইল নিউজলেটার সাবস্ক্রাইব করুন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড , হেফাজতে ইসলাম , মানবাধিকার লঙ্ঘন , আইন প্রয়োগকারী সংস্থা , রাজনৈতিক সহিংসতা

← মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন : মে ২০১৩

রিমান্ডে থাকা অবস্থায় থানায় আটকের পর কাঠ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ রেজভী হাসানের উপর নির্যাতনের অভিযোগ →

© 2025 অধিকার। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ইউজিন দ্বারা ডিজাইন করা সাইট। হুরিডকস দ্বারা সমর্থিত উন্নয়ন